পুবের কলম
epaper.puberkalom.com

দুর্যোগ মোকাবিলায় শুধু রোপণ নয়, ম্যানগ্রোভ রক্ষায়ও তৎপরতা

ইনামুল হক, বসিরহাট: পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ অঞ্চল সুন্দরবন। প্রাকৃতিক নানান ঘাতপ্রতিঘাতে এই সুন্দরবনকে রক্ষা করে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। বিগত বছরগুলিতে দেখা গেছে– ম্যানগ্রোভই আয়লা, আমফান ও ইয়াসের মতো ভয়াবহ সাইক্লোনে সুন্দরবন-সংলগ্ন গ্রাম থেকে শুরু করে একাধিক মফসস্‌ল, এমনকী কলকাতাকেও বাঁচিয়েছে। কিন্তু এই শ্বাসমূল উদ্ভিদ ম্যানগ্রোভ ধীরে ধীরে সংখ্যায় কমতে শুরু করেছে। নেপথ্যে বড় অংশের চোরাকারবারি। যার ফলে সুন্দরবনের হেতাল, গরান এবং গেঁওয়ার সংখ্যা দিনে দিনে কমছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে বসিরহাট মহকুমার সুন্দরবন এলাকায় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় দেড় কোটি ম্যানগ্রোভ চারা বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও নিজেদের উদ্যোগে সুন্দরবনে চারা বসাচ্ছে। এছাড়াও ওএনজিসি-র মতো কেন্দ্রীয় সরকার অধিনস্থ সংস্থা ইতিমধ্যে সুন্দরবনে প্রায় ১ লক্ষ ম্যানগ্রোভের চারা রোপণের পরিকল্পনা নিয়েছে।

কিন্তু এখন কথা হল— সমাধান হয় না। কারণ স্থানীয় ম্যানগ্রোভ বসালেই সমস্যার গৃহপালিত গরু-ছাগল খাদ্যের খোরাক হওয়া থেকে শুরু করে সামান্য কোটাল বা দমকা হাওয়াতে ছোট অবস্থাতেই ম্যানগ্রোভের চারাগুলি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে প্রবল সমস্যায় পড়ে সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি, মিনাখাঁ ও হাসনাবাদ-সহ একাধিক ব্লকের বহু মানুষ। কারণ এই ম্যানগ্রোভই একদিকে যেমন ঝড় থেকে রক্ষা করে, অন্যদিকে প্রবল জলোচ্ছ্বাস থেকেও মানুষকে বাঁচায়। তাই সেই ম্যানগ্রোভ বাঁচাতে এবার উদ্যোগ নিল সন্দেশখালির এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও কেন্দ্র সরকার অধীনস্থ গ্যাস ও তেলের সংস্থা ওএনজিসি (ওয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন)। তারা ম্যানগ্রোভ চারা রোপণের পাশাপাশি সেই চারার চতুর্দিক জালের বেড়া তৈরি করে সেগুলি রক্ষায় নেমে পড়েছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে রবিবার সন্দেশখালি-১ ব্লকের সেহেরা-রাধানগর পঞ্চায়েতের ছোট সেহেরা গ্রামের ডাঁসা নদীর পাড়ে সাড়ে ৯ হাজার ম্যানগ্রোভ বসানোর কাজ চলছে। তার মধ্যে রয়েছে— কাঁওড়া, গরান ও সুন্দরীর মতো একাধিক ম্যানগ্রোভ। সেগুলিকে রক্ষা করতে বাঁশের খুঁটি তৈরি করে চারার চারিদিক দিয়ে একটি জাল তৈরি করা হয়েছে। যাতে ম্যানগ্রোভগুলি রক্ষা পায়।

সংস্থার কর্ণধাররা জানান, 'ম্যানগ্রোভ শুধু বসালেই চলবে না, ম্যানগ্রোভকে রক্ষা করাও আমাদের কাজ। সেই জন্যই এই উদ্যোগ। আগামী দিনে সুন্দরবনজুড়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রায় ১ লক্ষ ম্যানগ্রোভ রোপণ এবং শ্বাসমূল উদ্ভিদকে বাঁচানোর কাজ তারা চালিয়ে যাবেন।'

Developed with ❤ by De Orient (https://www.deorient.ml/)